যায়যায়দিন

নির্বাচন সামনে রেখে ইতিবাচক বাজেট

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ৯২০ কোটি টাকা ও শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ

যাযাদি রিপোর্ট

আগামী ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের জন্য ৬৯ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। এতে অনুদান ব্যতীত সামগ্রিক ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ হাজার ১৯৮ কোটি টাকা। মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৫২ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন ব্যয় ৪২ হাজার ২৮৬ কোটি এবং উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা। একই সঙ্গে চলতি ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৬১ হাজার ৫৮ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় সংসদে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান জোট সরকারের বর্তমান মেয়াদের শেষ বাজেটটি ঘোষণা করেছেন। এ বাজেটটি বাস্তবায়ন করবে ৩টি সরকার। আগামী অক্টোবর পর্যন্ত জোট সরকারের মেয়াদ রয়েছে। ওই সময় পর্যন্ত তারা এ বাজেট বাস্তবায়ন করবে। এরপর ক্ষমতায় আসবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারা ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। ফলে বাজেট বাস্তবায়নে আগামী তত্ত্বাবধায়ক ও নির্বাচিত সরকার ভূমিকা রাখবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার, করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ, নতুন তিনটি তহবিলসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরিতে বিভিন্ন তহবিলে ৯২০ কোটি টাকা বরাদ্দ, ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের জন্য ৪০০ কোটি টাকা ও থোক বরাদ্দ বাড়িয়ে সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি জনকল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়ন করেছে বলে অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা মন্তব্য করেছেন। তারা বলেন, বাজেটে রাজস্ব আদায়ের যে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা

হয়েছে তা অর্জন করা দুরূহ হয়ে পড়বে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়নি বলে তারা মন্তব্য করেছেন।

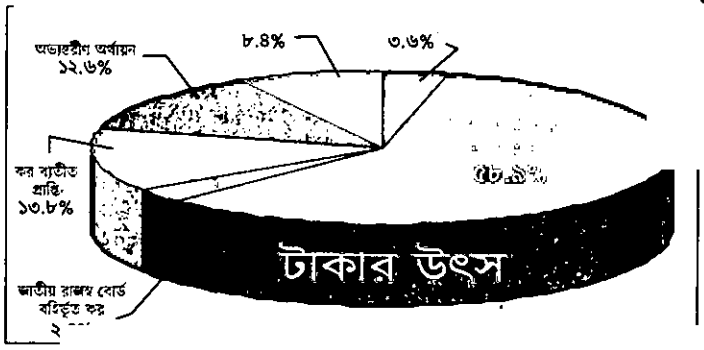

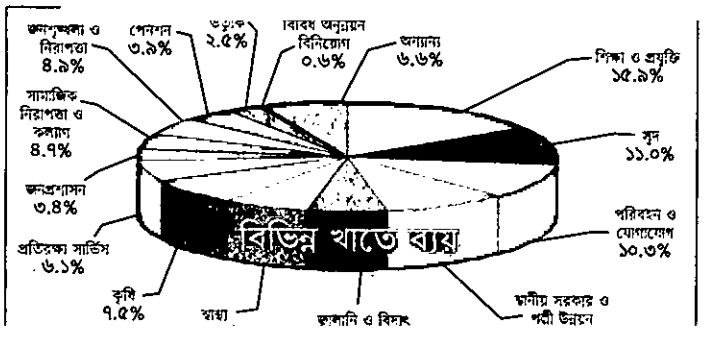

অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের সময় সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা টেবিল চাপড়ে বাজেটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও বিরোধী দল এ বাজেটকে জোট সরকারের নির্বাচনী বাজেট হিসেবে অভিহিত করে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিরোধী দলের মতে, বাজেটে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। বাজেটে বিশাল পরিমাণ থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা দলীয় লোকদের দিয়ে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করা হবে।

গতকাল বিকাল ৩টা ১০ মিনিটে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। এর আগে সংসদে মন্ত্রিসভার এক বিশেষ বৈঠকে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করা হয়। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান কালো শার্ট, প্যান্ট ও মেরুন রঙের টাই পরে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বাজেট বক্তৃতা শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি পরে পুরো সময় ধরে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা শোনেন। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ অন্য বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদে উপস্থিত থাকলেও বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন না। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার বিগত বিএনপি ও বর্তমান জোট সরকারের সাফল্যের প্রসঙ্গ এলে দলীয় সংসদ সদস্যরা টেবিল চাপড়ে অর্থমন্ত্রীকে উৎসাহিত করেন। আবার যখন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টির সমালোচনার প্রসঙ্গ এসেছে তখন হইচই করে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছেন। বাজেট পেশ উপলক্ষে সংসদের আসন ও গ্যালারিগুলো ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি ধরা হয়েছে পৃষ্ঠা ৩

নিবাচন সামনে রেখে হাতবাচক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১৭ শতাংশ বেশি। রাজস্ব প্রাপ্তির মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর ৪১ হাজার ৫৫ কোটি, রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর ১ হাজার ৮৬০ কোটি এবং কর ছাড়া প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৯ হাজার ৬২৭ কোটি টাকা। বৈদেশিক অনুদান থেকে প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ২ হাজার ৫০৮ কোটি টাকা। উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ধরা হয়েছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। আগামী অর্থবছরের জন্য এ খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৮১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে যা করা হয়েছে ৭৬৩ কোটি টাকা। ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার ব্যাংক ও বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করেছে। ব্যাংক থেকে নিট ৫ হাজার ৪৩৪ কোটি, ব্যাংক বহির্ভূত ব্যবস্থা থেকে ৩ হাজার ৪০০ কোটি, সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। অনুন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ৬ হাজার ২৯৮ কোটি এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ১ হাজার ৩৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে বরাদ্দ বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির শুল্ক বাড়ানোর ফলে শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়বে। সামাজিক খাতের মধ্যে আগের তহবিলগুলো বহাল রেখে নতুন চালু করা হয়েছে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও ক্ষুদ্র খামারিদের সহায়তা তহবিল, গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এবং বিদ্যুতের ওপর চাপ কমাতে বাজেটে গঠন করা হয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি তহবিল। এ ৩টি তহবিলে ১৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার বেশির ভাগই যাবে গ্রামে। এছাড়া বাজেটে পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ আগামী ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে শুরু হবে। গ্রামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে।

কৃষি খাতকে আরো চাঙ্গা করতে বাজেটে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে সহায়তা বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে বৃদ্ধি করা হয়েছে কৃষি গবেষণা খাতে বরাদ্দ।

দারিদ্র্য বিমোচনকে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কর্মসংস্থান বাড়াতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ এবং বড় শিল্পে বিভিন্ন সুবিধা দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৬ হাজার ৪২৭ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা চলতি বাজেটে রয়েছে ৬ হাজার ১৩ কোটি টাকা। সরকারি খাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৪৮ কোটি টাকা। এভাবে বাজেটে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের বরাদ্দের একটি বড় অংশই যাবে গ্রামে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল খাতে শুল্ক ছাড় দিয়ে জনমনে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে এ বাজেট সহায়ক হবে বলে অনেকেই মনে করেন, যা সরকারকে আগামী নির্বাচনে সহায়তা করবে। অর্থমন্ত্রী সংসদে চলতি অর্থবছরের ৬১ হাজার ৫৮ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেট ঘোষণা করেছেন। মূল বাজেট ছিল ৬৪ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকার। সরকারের আয় না বাড়ায় ও জ্বালানি তেলসহ কিছু খাতে বেশি ব্যয় হওয়ায় বাজেট কমেছে। সংশোধিত বাজেট কমে যাওয়ায় সামগ্রিক ঘাটতিও নাটকীয়ভাবে কমেছে। চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছিল ১৮ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বাজেটে কমে ১৬ হাজার ১৯০ কোটি টাকা হয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির শতকরা বাজেট ঘাটতি হয়েছে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ। এ ঘাটতি ধরা হয়েছিল ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের ঘাটতির হার ধরা হয়েছে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় ও ব্যয় দুটোই কমানো হয়েছে। আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে। এ খাতে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পও হাতে নিয়েছে। বাজেটে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদের যোগান দিতে সরকার রাজস্ব আদায়ের কৌশলে অনেক পরিবর্তন এনেছে। আমদানি শুল্কের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে মূল্য সংযোজনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত ব্যয়ের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট থেকে ৩৫ দশমিক ৯ শতাংশ, আমদানি শুল্ক থেকে ২৩ দশমিক ১ শতাংশ, আয়কর থেকে ২০ দশমিক ৭ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক থেকে ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ এবং অন্যান্য কর থেকে ১ দশমিক ৪ শতাংশ আদায়ের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আয়কর থেকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। মামলার কারণে আটকে থাকা রাজস্ব আদায়ের জোরালো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। যে কারণে রাজস্ব বোর্ডকে ঢেলে সাজানোর কথা বাজেটে বলা হয়েছে।

মোট অর্থায়নের বৈদেশিক অনুদান থেকে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ এবং বৈদেশিক ঋণ থেকে পাওয়া যাবে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হবে শিক্ষা খাতে। মোট বাজেটের ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ এ খাতে বরাদ্দ। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ১০ দশমিক ৩ শতাংশ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ৬ দশমিক ১ শতাংশ, স্বাস্থ্য খাতে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, কৃষিতে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ, প্রতিরক্ষা সার্ভিসে ৬ দশমিক ১ শতাংশ, জনপ্রশাসন খাতে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা খাতে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ, সরকারি কর্মচারীদের পেনশন খাতে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ, কৃষি, জ্বালানি, সারে ভর্তুকি বাবদ ২ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো হলেও চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান কমানো হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য ধরা হয়েছিল ৩ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা, পাওয়া গেছে ২ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে সাহায্য ধরা হয়েছে ২ হাজার ৫০৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে খাদ্য ও পণ্য সাহায্য কমেছে, বেড়েছে প্রকল্প ও অন্যান্য সাহায্য। চলতি অর্থবছরের বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১০ হাজার ৪৬ কোটি, পাওয়া গেছে ৮ হাজার ৯৫৬ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে এ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২ হাজার ১২৬ কোটি টাকা।